শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা নামের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয় যে এটি হল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে সামগ্রিক শিক্ষাপ্রক্রিয়া শিশু বা শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা গতানুগতিক শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Teacher-Centered education) ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই পৃথক। মনোবিজ্ঞানসম্মত এই পদ্ধতিতে শিশুকে অনেক বেশি সক্রিয় রাখা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য (Goal), পাঠক্রম (Curriculum), শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teach-ing method), শৃঙ্খলা (Discipline), শিখন পরিবেশ (Learning environment), মূল্যায়ন (Evaluation) প্রভৃতি সবকিছুই শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায়।

অর্থাৎ প্রাচীন যুগের শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক (Pae-do Centric) শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকৃত অর্থে শিশুই হল সামগ্রিক শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মূল কেন্দ্রবিন্দু। প্রাচীন গ্রিক দেশে সক্রেটিস (Socrates), প্লেটো (Plato), অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমুখ চিন্তাবিদ মানুষ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব 387 অব্দে প্লেটোর স্থাপিত 'অ্যাকাডেমি' (Academy) নামক স্কুলের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে রোমান শিক্ষাবিদ কুইনটিলিয়ান (Quintilian), জার্মান মানবতাবাদী ইরাসমাস (Erasmus) এবং বাস্তববাদী কমেনিয়াস (Comenius) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং আরোপিত শৃঙ্খলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রুশোর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে দিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা অন্য মাত্রা পায়। তিনি 'এমিল' গ্রন্থে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নেতিবাচক শিক্ষা বা নেগেটিভ এডুকেশনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পেস্তালৎজি (Pestalozzi), জোহান ফ্রেইডরিক হার্বার্ট (Johann Friedric Herbart), ফ্রয়েবেল (Froebel), হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), মাদাম মারিয়া মন্তেসরি (Madam Maria Montessori), জন ডিউই (John Dewey) প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শিক্ষায় শিশুর গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নানান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাই মর্যাদার সঙ্গে প্রচলিত হয়েছে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Child-centric Education):

আধুনিক শিক্ষার সমস্ত দিকই শিশুকেন্দ্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় মূলত আধুনিক শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যকে। সেগুলি হল-

1. স্বাধীনতা (Freedom): শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার ওপর কোনোরকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সে স্বাধীনভাবেই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে।

2. (ii) সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষা (Activity based education): এক্ষেত্রে বলা হয়, শিশুর

3. শিক্ষাপদ্ধতি হবে প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়ে। নিষ্ক্রিয় থেকে নয়, হাতেকলমে বিভিন্ন কাজ করে শিশু যা শিখবে তাই হবে প্রকৃত শিক্ষা। সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিরও বিকাশ হয়েছে। যেমন-প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method), বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি (Basic Education Method) ইত্যাদি।

4. ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠদান (Individualistic teaching): প্রত্যেক ব্যক্তি যেহেতু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় এবং বিকাশ লাভ করে, তাই সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতিও হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

5. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা (Experience based education): শিশু যে সমাজ অভিজ্ঞতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করছে তার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষার মূলকথা। তাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন সমাজ অনুমোদিত পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু সমাজের উপযোগী ব্যক্তি হিসেবে বড়ো হয়ে উঠবে।

6. সৃজনমূলক প্রচেষ্টা (Creative efforts): শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সৃজনমূলক ক্ষমতার বিকাশসাধন করা হয়। এইসব কাজের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে তার বৃত্তিমূলক অনুরাগ জাগ্রত হয়।

7. মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline): শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর অবাধ স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়ে মুক্ত শৃঙ্খলার প্রচলন করা হয়। এই ধরনের শৃঙ্খলা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

8. ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ (Complete development of personality): শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার কাজ। সেই কারণে পাঠক্রমে বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিরও সংযোজন রাখা হয়।

9. মানবীয় সম্পর্ক (Humaniterian relations): শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সার্থক করতে বিভিন্ন মানবীয় সম্পর্ক, যথা-শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শিক্ষক-সমাজ সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটানো হয়।

10. মনোবিদ্যার প্রয়োগ (Application of psychology): শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র, যথা- শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, শৃঙ্খলার ধারণা সমস্ত কিছুকে আধুনিক মনোবিদ্যার পরীক্ষিত তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে পরিস্ফুট হয় যে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে শিশুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।